ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

আবেদা সুলতানা *

The role of tarining in the empowerment of women in Union Parishad : An analysis. Abeda Sultana

Abstract : Local government bodies are important organization to full-fill the local needs of the people created by the national government through law and ordinance. From the view point of political empowerment, women's participation and representation in the local government bodies are essential at the local level. For that reason present government placed a bill in 1997 for direct election of women for one-third of total seats in all local bodies. As a result women have been directly elected to Union Parishad, 110 women in general seats and 20 members as Chairmen. Government has taken a good initiative to make room for women representation at grass-root level in local government with a view to bringing qualitative change in their life style and confirm their participation in local affairs. But in many cases it has been found that these elected female UP members are not exercising their power effectively, their status is marginal in decision-making process. For empowerment, effective participation in decision making is vital and in this way women can influence or be a part of policy formulation and decision making which have direct bearing on their lives. This is what we mean as empowerment. So for effective empowerment of women in Union parishad, training would be a very important tool in achievement these objectives. So to say, effective empowerment could be achieved only by competent and trained women representatives. Thus this article attempts to show the importance and role of training for women empowerment in Union Parishad.

স্থানীয় রাজনীতি ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। এ

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ইউনিট হচ্ছে জেন্ডার সম্বলিত কার্যকরী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা। কারণ নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব ছাড়া সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ এর আগে পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে কার্যকর নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে মনোনয়ন বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নামসর্বস্ব নারী প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে (GOB, 1997)। উদ্দেশ্য মূলত তৃণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ আহরণ, কর্মসূচি প্রণয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্থানীয় নারীদের সরাসরি সর্বাত্মক অংশগ্রহণ তথা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ। আমরা জানি ১৯৯৭ সালের নির্বাচনেই প্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপার্সন ২০ জন। ১১০জন সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮জন নির্বাচিত হয়েছেন (জনকণ্ঠ, ১৯৯৯)। নারীর অগ্রযাত্রায় এটি নিঃসন্দেহে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন। কিন্তু বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট সেটি হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর কার্যকর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা প্রান্তিক। তাই এ প্রবন্ধে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা শীর্ষক একটি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থাকবে।

বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা, প্রেক্ষাপট, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যবৃন্দ। এ লক্ষ্যে প্রবন্ধটিকে ৩টি অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অংশে ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও নারীর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে প্রশিক্ষণ এবং

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় অংশে ইউপিতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের চিত্র এবং এ প্রতিনিধিত্বের বাস্তব কার্যকারীতা বিষয়ক কিছু তথ্য চিত্রের উপস্থাপন এবং অকার্যকারিতা দূরীকরণ এবং ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্লেষণকর্মটিতে মূলত গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জার্ণাল, দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

সাধারণভাবে বলা যায় "Empowerment refers to give or deliver power to do something or to act" অর্থাৎ কাউকে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর বা প্রদান করাকে ক্ষমতায়ন বলে। ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়, "empower" ক্রিয়াটিকে Websters II New Rivisside University Dictionary এবং Funk and Wagnalls Canadian College Dictionary তে বলা হয় "invest with legal power" "to authorize" and "to enable" অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান।

ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। "ক্ষমতায়ন" হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং অন্যকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। ক্ষমতায়নের অর্থ হল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষও অংশীদার। ক্ষমতার জন্য পুরুষদের সঙ্গে নারীর বৈরীমূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা নয়। এ প্রচেষ্টা হলো নারীর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা। আর নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারণা হলো পুরুষদের সঙ্গে সহ

অবস্থানে, সম মর্যাদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন, কেননা নারীও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। অথচ সমাজের যে সকল কর্মকান্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী সমাজে যথাযথ মূল্যায়নে অধিষ্ঠিত হবে। "ক্ষমতা" মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একারণেই বলা হয়, "Empowerment had acquired a considerable aura of "respectability" even "social status" within the vocabulary of development" (Tandon, 1995 : 31)। জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন। অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়ঃ

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানিক সম্পদ যেমন, জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন, মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন-অর্থ;
২. বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ যেমন, জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;
৩. আদর্শিক সম্পদ যেমন, একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;– এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (রহমান, ১৯৯৭ ঃ ৯০-৯১)।

ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে। যার ফলে ক্ষমতাবান নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে।

তবে নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রক্রিয়া হিসেবে নারীর

ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অবিভাজ্য ধারণা (indivisible concept)। এক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজনীয় শর্ত হয় তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে নারী সচেতনায়িত হলেও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারী নীতি নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায়। এ সকল প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায়ন বলতে সে ধরনের দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জনকে বুঝায় যার মাধ্যমে বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা দূরীকরণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সচেষ্ট হতে পারে।

উন্নয়ন সাহিত্যে এরই আলোকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়, "Good governance, legitimacy and creativity, for a flourishing private sector, transformation of economies to self-reliant, endogenous, human center development; promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process enabling collective decision-making and collective action; and, popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda." এ উপাদানগুলো ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকগুলোকেই নিদের্শ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে "empowerment affirm the need to build the capacity of communities to respond to a changing environment by inducing appropriate change internally as well as externally and through innovation" (Singh, 1995 : 13)। অধিকন্তু "Political empowerment is not only for sharing policy and decision making but also for the survival of women with dignity and to project and promote basic human rights of women" (UP, 2000 : 67)। আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যায়- "Empowerment means strengthening the meaning and reality of the principles of "inclusiveness" "transparency" and "accountability" held in common with notions of democracy and sustainable develop-

ment. The concept goes beyond the notions of democracy, of human rights, and of participation to include enabling people to understand the reality of their environment (social, political, economic, ecological and cultural) to reflect on the factors that their environment and to take steps to effect changes to improve their situation (Sing, 1995 : 13).

এক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন বলতে নারীর ক্ষমতায়নকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে, বিরাজমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। সর্বোপরি আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে। একজন মানুষ যখন জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে- এ অবস্থাটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বিদ্যামান। যিনি অর্থনৈতিকভাবে কারো উপর নির্ভর না করে নিজের সংস্থান করতে পারেন, অন্যের কাছে যার নির্ভরশীল হতে হয় না তাকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বলবো। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যখন একজন মানুষের জন্য অভিগম্যতা (access) সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সে সুফল ভোগ করতে পারে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন রাজনৈতিকভাবে মতামত দিতে পারে, ভোট দিতে পারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন আমরা তার এ অবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন বলবো। মানুষের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর প্রসঙ্গে, "ক্ষমতায়ন পদ্ধতি" (Caroline, 1991 : 106-7) প্রথম বিশ্বের নারী গবেষকদের থেকে যতটা না তার চেয়ে বেশী তৃতীয় বিশ্বের তৃণমূল সংগঠন

(Grassroots organisations) এবং নারীবাদী লেখক ও নারীদের মধ্য থেকে উৎসারিত। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেণী, ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন। যা এটাই নির্দেশনা দান করে যে, নারীকে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে (গুহঠাকুরতা, ১৯৯৭ ঃ ১৮০)।

যখন ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী ক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় তখন তা অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে নয়। এক্ষেত্রে তা নারীদের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। এই স্বনির্ভরতা ও অভ্যন্তরীণ শক্তি কীভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে তা নির্ভর করে নারী তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পারছে কিনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত ও অবস্থানগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে নিজ জীবনের পরিবর্তন আনয়ন করতে পারছে কিনা তার উপর। অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কি না।

Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) নারীর ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে। DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারী সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়। বরং একটি বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা গঠনে চিন্তাশক্তি গঠন করা। যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকবে না। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।

বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটো বিষয় কাজ করছে। প্রথমত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা-ক) দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে : (খ) দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে ; (গ) ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার- (ক) সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন,-অর্থ, ঋণ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, অবকাশ ও বিনোদন ইত্যাদি; (খ) পছন্দের ক্ষেত্রে যেমন-নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা, জীবন যাপন, সন্তান ধারণ ও লালন পালন ইত্যাদি; (গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন-ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি। যে প্রক্রিয়া এ সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাই হল নারীর ক্ষমতায়ন।

সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু নয় এটি একটি সামাজিক বিষয়, কারণ এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে নারী পুরুষ উভয়েই। নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও সমতা অর্পণ করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে। অধিকন্তু নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন হবে এবং বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম হয়ে উঠবে।

প্রশিক্ষণ ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা

কোন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগযোগ্য বস্তুগত সম্পদের পর্যাপ্ততার পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদের প্রাচুর্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্ব স্ব দায়িত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্যতা এবং দক্ষতার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে হয়। প্রশিক্ষণ তাই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র এবং সমাজ সকলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইউএনডিপির Human Development Report-এ বলা হয়েছে মানব সন্তান সুনির্দিষ্ট কিছু সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সকলেই তাদের যোগ্যতার প্রসার ঘটাতে পারে (UNDP, 1994 : 13) । আর একটি

সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগত্যা বাড়ানোর প্রক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়ন (Verma, 1992 : 14)। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা বিষয়ে আরও উল্লেখ করা যায়- There is a Chinese proverb that says, "If you are thinking one year ahead plant rice, if your are thinking ten years ahead plant trees, if you are thinking a hundred years ahead, develop your manpower through education and training" (Mostakim, 1995 : 23)। প্রশিক্ষণ প্রশাসন কর্তৃক এরূপ একটি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন কর্মী তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন এবং চিন্তা, কাজ, জ্ঞান, নৈপূণ্য এবং কর্মপ্রবণতা বিকাশের মাধ্যমে অধিক দায়িত্বশীল কার্য সম্পাদনে এগিয়ে আসতে পারেন।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ এক কথা নয়। আবার এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য টানাও সহজ নয়। আমরা জানি, প্রশিক্ষণ বলতে অংশগ্রহণকারীর কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুসঙ্গত কার্যক্রমকে বোঝায়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এক কথায় ইংরেজী "ASK" দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এখানে 'A' দ্বারা Attitude (মনোভঙ্গি) 'S' দ্বারা Skills (দক্ষতা) এবং 'K' দ্বারা Knowledge (জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ অবশ্যই বৃত্তিমুখী এবং কর্মকেন্দ্রিক হবে। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য কোন নির্ধারিত বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নয়ন। কিন্তু জ্ঞান উন্নয়ন প্রত্যয়টির মধ্যে একটি অনির্দিষ্ট ব্যাপকতার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশিক্ষণ জ্ঞানের পরিধিকে একটি নির্দিষ্ট কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তাকে সীমিত করেছে। সুনির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে শিক্ষা একটি ব্যাপক প্রত্যয়। সুতরাং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায়ও শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। কারণ- Training is not about knowing more, but for behaving differently, then the role of education become self evident. While the overall process of education imparts knowledge, training is the component, which enables us to learn how to behave differently. The entire process of empowerment is essentially

about changing the way the powerless and powerful behave. The skill required to bring about the change has to be earned through training. Learning to apply knowledge to affect changes in real life situations and acquiring the skills needed to do so, is the essence of training for empowerment. এক্ষেত্রে আরো বলা যায় নারীর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, যার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, কেন তারা সমাজে অধস্তন? আর এই অধস্তনতার শিকড় নিধনে তাদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখা উচিত? তাই শুধু শিক্ষা অর্জনই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, সকল সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের "সচেতন" সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যবহারই পারে এ অধস্তনতার মূল উৎপাটনে তাদের যোগ্য করে তুলতে। Training must not only empower them to do so, but also impart tangible skills which will support women in the process of change, and empowerment cannot be taught, it must be experienced. If one can experience it, one can perhaps become a catalyst for others to do so as well. Thus, the process and experience of empowerment must begin right with the training itself which means a whole new approach, and the need to create means and methods to make this possible (Saha, 2000 : 51).

সুতরাং সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি, উন্নয়নের সহায়ক দক্ষতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বৃদ্ধির সাথে জড়িত। কাজেই আমাদের ইতিবাচক মনোভঙ্গী ও মূল্যবোধ গঠনে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে কারণেই বলা হয়, Training equips the people with the requisite organizational goals. তাই সাম্প্রতিককালে ক্ষমতায়ন বিশেষ করে নারী প্রশ্নে ক্ষমতায়ন উন্নয়ন ডিসকোর্সের একটি কেন্দ্রবিন্দু (Focal Paint) হিসেবে আবির্ভূত এবং এ লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বগঠন

আমরা জানি নেতৃত্বহীন সংগঠন মানুষ ও যন্ত্রের এক বিশৃংখল সমাবেশ। গোষ্ঠির সদস্যদেরকে লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব। গোষ্ঠিকে একক করার এটি একটি মানবিক উপাদান। এই উপাদান লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে নেতৃত্ব সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে এবং বিশেষ করে সংগঠন ও এর সদস্যদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে সফলতায় রূপ দেয়ার চরম দায়িত্ব বহন করে। কোন আইন বা নীতির বাস্তবায়নই একজন নেতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নয়, বরং সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবিশেষকে অনুপ্রাণিত করাও নেতার একটি বিশেষ দায়িত্ব। জনগণের অনগ্রসরতা, বহুমুখী চাহিদা, উন্নতমানের জীবন যাত্রার প্রবল প্রত্যাশা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা প্রশাসনিক নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য করে তুলেছে। আর প্রশাসনিক নেতৃত্ব জন্মগত নয়, নেতৃত্বকে সৃষ্টি করতে হয়। নেতৃত্ব একটি কলা ও নৈপুণ্য। জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একে অর্জন করা যায়। নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি সাধন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

আমরা জানি প্রশাসকদের জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ দু'ধরনের। প্রবেশপূর্ব ও প্রবেশোত্তর। প্রবেশপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নব নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের পরিচিত করা এবং প্রবেশোত্তর প্রশিক্ষণ দ্বারা কারিগরী ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন দায়িত্ব বহন করার জ্ঞান ও নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়া হয়। সংক্ষিপ্ত সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেও প্রশাসকগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা জানতে পারেন এবং তা দূর করার জন্য পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান ও নৈপুণ্যের সন্ধান পেতে পারেন। যে কোন সংগঠনকে দক্ষভাবে পরিচালনা করতে হলে সংগঠনের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও জনসংযোগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা জানতে হলে তাকে মানব সম্পর্ক ও আচরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভিত্তি আদেশ নয় বরং লোকদের কাজ করার জন্য বুঝিয়ে বলা। লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হলে একজন প্রশাসককে সুবক্তা, সুলেখক ও সদালাপী হতে হবে এবং এগুলো অর্জনের জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আজ থেকে অনেককাল আগে রাষ্ট্রদর্শনের গুরু প্লেটো "গণতন্ত্রকে অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতার শাসন (Rule of ignorance and incompetance)" বলে অভিহিত করিছিলেন। তাঁর মতে গণতন্ত্র হচ্ছে মূর্খের শাসন কারণ এক্ষেত্রে শাসন পরিচালনাকারীদের কোন প্রশিক্ষণ নিতে হয় না। অথচ একজন কারিগরকেও তার কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হয় (Sabine, 1959 : 43)। এ কারণেই ১৯৯৭ এর ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রাক্কালে নব নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই তাসমিমা হোসেন বলেন "এই বারো হাজার মেম্বরকে যদি কোন না কোন প্রসেস এর মাধ্যমে সচেতনতা বা এ্যাডভোকেসী প্রোগ্রামের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আনা যায় তাহলে আগামী পাঁচ বছরে তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশে নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায়" (হোসেন, ১৯৯৭ ঃ ১৭। বিল্ডিং ক্যাপাসিটি ফর লোকাল গভরনেন্স প্রকল্পের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ডঃ সৈয়দা রওশন কাদির এবং নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীরও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন (পারভেজ, ১৯৯৯ ঃ ২৩)। এরই সূত্র ধরে বলা যায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের কার্যকর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এসব কিছু অর্জন সম্ভব সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

স্থানীয় সরকার কাঠামো ঃ ইউনিয়ন পরিষদ

Local Government is the yard stick of Good Governance. যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যতটা শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল, সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত রূপে প্রতিফলিত। এ কারণেই একটি শক্তিশালী কার্যকরী, দক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় পর্যায়ের সরকার সুশাসনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ফলে যে সরকার গড়ে উঠে তাতে নেতৃত্ব বিকশিত হয় তৃণমূল পর্যায় থেকে, জনগণের অংশগ্রহণও এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিশ্চিত হয়, স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং

স্থানীয়ভাবে জবাবদিহী মূলক প্রশাসনও গড়ে উঠে। সে জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানই সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাত্রা। কেননা এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ধারায় (অনুচ্ছেদ ৯) উল্লেখ করা হয়েছে- "The State shall encourage local Government institutions composed of representativs of the areas concern and in such institutions special representation shall be given, as far as possible, to peasant, workers and women" (GOB, 1972)। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই তৃণমূল পর্যায়ে বিশাল জনগোষ্ঠিকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্তকরণ সম্ভব।

ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। বিবর্তন ও পরিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের নামের যেমন পরিবর্তন হয়েছে একাধিকবার তেমনি পরিবর্তিত হয়েছে এর কার্যক্রম এবং দায়িত্বাবলী। সকল পরিবর্তনের মধ্যে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য নির্বাচনের শুরু ষাটের দশকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের পূর্বে মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোট দানের অধিকার ছিল না (Rashiduzzman, 1968 :6)। ১৯৬৫ সালে সর্বজনীন ভোট প্রথা চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোট দানে সক্ষম হন। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। এ অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের দু'জন মহিলা প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা তিনজন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন আসে। এবার ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন সাধারণ সদস্য এলাকাবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য

সংরক্ষিত ৩টি আসন বজায় থাকে। কিন্তু তাতে মনোনয়নের পরিবর্তে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। এ হচ্ছে ১৯৯৭ পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ

শতবর্ষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ৩০ বছরে সর্বমোট ৬টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭ সালে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৪,৩৫০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র একটি ইউনিয়ন পরিষদে (রংপুর) ১জন মহিলা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ৪জন মহিলা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে ৪,৪০০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৪জন এবং পরবর্তী ইলেকশনের মাধ্যমে আরো ২জন অর্থাৎ মোট ৬জন চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে ৪,৪০১টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী ছিল ৭৯জন, এদের মধ্যে মাত্র ১জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সলে ৪,৪৫০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলেন মোট ১৭,৪৪০জন, এদের মধ্যে ১১৫জন ছিল মহিলা। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সাল নাগাদ মহিলা চেয়ারম্যান এর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪জন (Qadir, 1994 : 6) । আর ১৯৯৭ সালেই সর্বপ্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। এ নির্বাচনে মহিলা চেয়ারপার্সন ২০জন, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯৯৭এর ডিসেম্বর নাগাদ। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ১৩,৪৩৭জন মহিলা এবং চেয়ারপার্সনের সংখ্যা ২৩জন (GOB, 1999)। ১৯৯৭ পর্যন্ত ইউপি নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী ১। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে নারী

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	নারী প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারপার্সন
১৯৭৩	৪,৩৫২	–	১
১৯৭৭	৪,৩৫২	–	৪
১৯৮৪	৪,৪০০	–	৪+২=৬
১৯৮৮	৪,৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯২-১৯৯৩	৪,৪৫০	১১৫	১৩+১১=২৪ জন
১৯৯৭-১৯৯৯	–	–	২০+৩=২৩ জন

সূত্র ঃ নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও ডঃ সৈয়দা রওশন কাদির এর প্রবন্ধ এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ১০মে, ১৯৯৮।

উপরের চিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯৭ কিছু সংখ্যক নারী প্রতিনিধিকে দৃশ্যতঃ ক্ষমতায়িত করেছে বটে, কিন্তু বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে তাদের যথার্থ ক্ষমতা প্রয়োগে যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা স্পষ্ট (আবেদা, NILG : 56)। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরা হলো।

ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, সরাসরি ভোটে ইউপি সদস্য হয়েছেন এমন ৪৭% মহিলা বলেছেন, "জনগণকে তারা যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সব বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। এমএমসি নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ২০টি থানার ৬৩টি ইউনিয়নের ৩৩৬টি ওয়ার্ডে একটি জরিপ পরিচালনা করেন। মোট ১০৮জন মহিলা ইউপি সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ শেষে গবেষকরা দেখেছেন ৭১% মহিলা সদস্য জানেন না তাদের পরিষদের বাজেট কত? তবে ৭৩% মহিলা সদস্য আবারও নির্বাচন করতে ইচ্ছুক এবং ৯০% আবারও নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

জরিপে দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা সদস্যরাই (৫৫%) কেবল স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। প্রায় ৫৭% পূর্বে বহির্জগতের কোন পেশাতেই ছিলেন না। এসব নারীকে এখনো পারিবারিক কাজে সপ্তাহে ২০ থেকে ৪০ ঘন্টা সময় দিতে হয়। সে কারণে ইউপির কাজে পর্যাপ্ত সময় পান না। নিজের নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে ধারনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ইউপি নারীদের প্রশ্ন করা হলে দেখা যায় ২৫% এলাকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন, ৫৪% এর ধারণা মোটামুটি এবং ২১% এর কোন ধারণা নাই। নিজ এলাকার নারীদের কোন সমস্যা আছে কিনা এর উত্তরে ৮৯% বলেছেন আছে। বাকীরা বলেছেন কোন সমস্যা নাই। যারা সমস্যা আছে বলেছেন তাদের ৬৫%-এর সমস্যা সম্পর্কে ধারণা নেই। কার ইচ্ছায় নির্বাচন করেছেন এর উত্তরে মাত্র ১৩% বলেছেন নিজের ইচ্ছার কথা। অধিকাংশ অন্যের ইচ্ছা ও সহযোগিতায় নির্বাচন করায় ইউপির কাজের ধরন ও কর্তব্য সম্পর্কে এদের ধারণা ও আগ্রহ কম (হোসেন, ২০০০)।

সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রমাণিত যে, ইউপি নির্বাচন ১৯৯৭ কিছু নারী প্রতিনিধিকে দৃশ্যতঃ ক্ষমতায়িত করছে, কার্যতঃ নয়। ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে প্রকৃত ক্ষমতায়ন বলা যায় না কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতা প্রান্তিক। তাই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন অর্জনে প্রশিক্ষণ এ মুহূর্তে অন্যতম উপায় যার মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব। আধুনিককালে উন্নয়ন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন যা দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব আর এই দক্ষ জনবল সৃষ্টির মূল হাতিয়ার হচ্ছে প্রশিক্ষণ। এ কারণেই "Training has long been recognised as an important input to econumic development" (GOB 1986)। এক্ষেত্রে আরো বলা যায় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিক অর্থে প্রকৃত ক্ষমতায়ন কার্যকরণেও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউপি সদস্যদের ক্ষমতায়ানে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ছাড়া ইউপিতে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। এনজিওরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু ব্যবস্থা নিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নির্বাচিত এসকল সদস্যদের

প্রশিক্ষণের প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা তেমন জোরালো নয় এবং এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কম থাকায় ক্ষেত্রটি অবহেলিত। এলক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ প্রয়োজন। তাছাড়া থানা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কেন্দ্রেও ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নব নির্বাচিত ইউপি সদস্যগণ আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র, শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এবং সার্বিক উন্নয়ন থেকেও বঞ্চিত। নব নির্বাচিত এই সদস্যদের অনেকেই রাজনীতিতে আনকোরা আর জন সংগঠনেও অদক্ষ, ফলে সঠিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি সদিচ্ছা জাগ্রত ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তি বৃদ্ধিকরণে অনুপ্রাণিত করা, উত্তম শ্রোতা ও উত্তম কাজের প্রশংসা, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার, অকপট দোষ স্বীকার ও সহযোগিতা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাদের মাঝে যথার্থ নেতৃত্বের এ সকল গুণাবলী অর্জন সম্ভব। যেমন উদারমনা, ধৈর্যশীলতা, কষ্ট সহিষ্ণু, সাহসিকতা, কর্মপ্রেরণা, মনোভাব ও অভ্যাসের অংশীদারিত্ব, চরিত্রের পূর্ণতা, সামাজিকতা, সততা, সমবেদনাবোধ, জ্ঞান অর্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সমাজে একজন ইউপি সদস্যের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া একটি নির্মম সত্য এই যে, ইতোমধ্যে ৪জন নির্বাচিত নারী সদস্য ধর্ষিতা হয়েছে এবং আরও অনেকে যৌন হয়রানীর সম্মুখীন হয়েছেন (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ২০০০ ঃ ৪৩)। এ থেকে এটিই প্রমাণিত যে, সমাজে একটি শ্রেণীর কাছে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সামাজিক অগ্রহণযোগ্যতা (non-acceptance) এবং তাদের ক্রমবর্ধমান অসহায়ত্ব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। সুতরাং নারী সদস্যদের আত্মরক্ষাকল্পে প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কেও প্রশিক্ষণে জোর দিতে হবে। অধিকন্তু ব্যবস্থাপনার কৌশল শিক্ষণে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কলা-কৌশলকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যথার্থ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে নারী সদস্য তথা নারীরা সমাজে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তথা নারীর ক্ষমতা

সম্পর্কে ইউপি সদস্যদের ধারণা অস্বচ্ছ। সমাজে নারীর অবস্থান যে অসম এবং এটা যে ন্যায়সঙ্গত নয় সে বিষয়ে তারা একমত কিন্তু এ বিষয়ে তাদের মনে বা কার্যক্রমে কোন বিশেষ গুরুত্ব পায় না। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার ইস্যুগুলোকে প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজেই যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সমাজের এই পিছিয়ে পড়া জনশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব। তবে এ লক্ষ্যে ইউপি সদস্যপদে প্রার্থী লাভের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। নতুবা যথার্থ প্রশিক্ষণের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হবেনা এবং এটা সত্য যে, Training should facilitate an analysis of power structures with in the family, community local institutions, the state, thus, generating a critical understanding of whole has control over decision-making, over the community's resources, over the services provided by the state. এভাবে প্রশিক্ষণ লাভের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠি তাদের জীবন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়ার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হবে, পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা অর্জনের মাধ্যমে নিজ কর্মক্ষেত্রে যথার্থ ক্ষমতা ও অধিকার ভোগে সক্ষম হবে। অধিকন্তু এর ফলেই এ সকল দরিদ্র নারী তাদের ক্ষমতাহীনতা, অধিকার হীনতা ও বঞ্চনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সমর্থ হবে। ফলে তারা তাদের যথার্থ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। পরিষদের কার্যাবলী, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সদস্যদের যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ না থাকায় বিভিন্ন বিষয় তারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছে না। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত মহিলা সদস্যসহ পুরুষ সদস্য এবং চেয়ারম্যানদের যথাযথ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা দরকার। সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলেই সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানার পাশাপাশি অন্য সহকর্মীকে সহযোগিতা দানের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হবে।

উপসংহার ও করণীয়

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের এই সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তরে জেন্ডার মাত্রা সংযোজিত

হয়েছে বলা যায়। তবে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল এ সকল জনগোষ্ঠিকে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন অর্জিত হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র সচেতনতা, সুশাসন ও সর্বোপরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে যথাযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠলেই গ্রাম থেকে পরবর্তীতে ধাপে ধাপে প্রতিটি স্তরে যথার্থ অর্থেই নারীকে করবে ক্ষমতায়িত। ক্ষমতায়নের জন্য অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তবে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি আর ক্ষমতায়ন এক নয়। ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নকে সংগঠিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এবং নারী সমস্যাকে তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টি ও সর্বোপরি নারী পুরুষ সমতা সৃষ্টির (যা নারীর ক্ষমতায়নের মূল স্তর) লক্ষ্যে নিম্নে কিছু করণীয় নির্দেশ করা হলোঃ

১) প্রকৃত শিক্ষাই সচেতনতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। সে জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি টিমে এনে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে "মোটিভেশন ক্লাস" গ্রহণ করতে হবে। ফলে এ ধরনের কার্যক্রমের অধীনে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি তথা পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২) প্রশিক্ষণ কার্যে বিভিন্ন এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। তাদের পরিচালিত সেমিনার, মিটিং এবং কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যেন উপস্থিত থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গর্ভন্টমেন্ট এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বোপরি কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ পন্থা উদ্ভাবন, কীভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কোন কোন বিষয়গুলো এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে সে লক্ষ্যে জোর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই পন্থা নির্ধারণ জরুরী।

৩) সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য নারী সদস্যদেরকে মত বিনিময় ফোরাম অন্যান্য গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের জনসম্মুখে কথা বলার অভ্যাস বাড়াতে হবে। জনগণের সমস্যা খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে উঠবে। ব্যক্তি পর্যায়ে এ সকল চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে পারিবারিক সমর্থন। আর এ সকল বিষয়ও প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪) সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে নারীকে। মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য দূর করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী সমাজকে সচেতন থাকতে হবে। দেশীয় আইন ও নীতির বাইরে যে সকল অসামাজিক শক্তি, ধর্ম ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে নারীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার কাজে লিপ্ত, তাদের দমন করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির আওতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সুসংহত করতে হবে। সে কারণে প্রশিক্ষণে এ সকল বিষয়গুলো স্পষ্টকরণে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে।

৫) দারিদ্র্য নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক। যে সকল নারী ইউপিতে কিছুটা ক্ষমতা চর্চা করতে পারছে তারা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা উন্নত। নারীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। নারীকে স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পুঁজি সৃষ্টি ও সমৃদ্ধ ঋণদানের ব্যবস্থা করে দুঃস্থ, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬) নারীর অধিকার সংরক্ষণে যৌতুক, তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব,বাল্য বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনে যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের সংশোধন করতে হবে।

পারিবারিক আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য গণমাধ্যমে এর প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। আইনের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতা ও নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা শুধু নারী সমাজের প্রতি হুমকী স্বরূপ নয় জাতীয় অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়। সর্বোপরি নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তনের জন্য জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে আরো সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা প্রয়োজন।

৭) অধিক সংখ্যক নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য মত বিনিময় ফোরামের ব্যবস্থা করতে হবে গ্রামাঞ্চলে। অধিকহারে নারীদের ভোট প্রদানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে মহিলাদের ভোট প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থীকে নৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এ সম্পর্কিত করণীয় নির্ধারণ করা উচিত।

৮) সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী নারীর সমকক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দাবী দৈহিক নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। কাজেই সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে সমকক্ষতা অর্জনে মনস্তাত্ত্বিক বা চেতনার স্তরে আনতে হবে পরিবর্তন। নিশ্চিত করতে হবে আচরণগত সংস্কৃতি, উন্নত চরিত্রের মানদন্ড, যা অন্যের প্রতি বিবেচনার যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে করবে উন্নত। এ লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নেতৃত্বকে করতে হবে সফল যা সামাজিক ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। ফলে নারী সদস্য সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে তা প্রভাবিত করবে তার পরিবারকে এর দ্বারা পরবর্তী প্রজন্ম নারীর প্রতি সম্মানজনক মনোভাব পোষণ করবে। তাই সামাজিক সংস্কার দূরীকরণে প্রশিক্ষণে "মোটিভেশন ক্লাস" গ্রহণ জরুরী। সে ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হবে। এভাবে লালিত হয়ে এক সময় পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে, আর এভাবেই নারী পৌঁছাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে।

তথ্য নির্দেশিকা

উন্নয়ন পদক্ষেপ (১৯৯৭) *উন্নয়ন ও জেণ্ডার বৈষম্য*। ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

উন্নয়ন পদক্ষেপ (২০০০) *সম অংশীদায়িত্ব*। ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯তম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম সুরাইয়া (১৯৯৭) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন ঃপ্রসঙ্গ বাংলাদেশ। মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য (সম্পা.) *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি।* ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ।

দৈনিক জনকণ্ঠ। ১০মে ১৯৯৯।

পারভেজ, আলতাফ ও হক, মোজাম্মেল (১৯৯৯) দেশ জুড়ে ১৩ হাজার নারীর যুদ্ধ। তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত *''অনন্যা''* ১৬-৩০ এপ্রিল।

রহমান, শাহীন (১৯৯৭) *জেণ্ডার পরিভাষা শব্দ কোষ*। উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

হোসেন, তাসমিমা (১৯৯৭) *অনন্যা,* ১-১৫ ডিসেম্বর।

হোসেন, মৌসুমী (২০০) *ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের ভূমিকা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা*। ৬ জুলাই, ২০০০ তারিখ এল. জি. ই. ডি. এর সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদন।

Caroline O. N. Mossier (1991) Gender Planning in the Third World Meeting Practical and Strategic Needs in Rebecca Grant and Kathleen New land (eds.) *Gender and International Relations*. Open University Press.

GOB (1972) *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh*, Dhaka.

GOB (1986) *Training Policy for the Government officials*, Dhaka : Ministry Establishment.

GOB (1997) The *Local Government (Union Parotids, Second Amendment) Act 1997*. Bangladesh Gazette additional paper, 8h September.

GOB (1999) *Local Government*, The department of Rural development and the ministry of CO-operative, 4th June.

Mostakim, Golam (1995) Civil Service Training in Great Britain

France and Bangladesh : Acomparative study, in journal of *BSTD*, vol. 2, No. 1 January-June.

Qadir, Sayeda Rowshan (1994) Participation of women at local level politics : Problems and prospects, in Najma Chowdhury and et. al. (eds.) *Women and Politics.* Dhaka : Women for Women.

Rashiduzzaman M. (1968) *Politics and Administration in the local Councils in East Pakistan.* London : Oxford University Press.

Sing, Naresh and Tiji, Vanglie (1995) *Empowerment : Towards sustainable Development.* Zed Books Ltd: London.

Saha, Tapati (2000) Training for Emporeerement, in Unnyan Podokkhep Vol. 5 No. 2 April-June.

Saline G. H. (1959) *A History of political Theory.* New Delhi : Prentice Hall.

Tendon, Yash (1995) Poverty, Processes of Impoverishment and Empowerment : A Review of current thinking and action, in Empowerment : Towards sustainable development. London : Zed Books Ltd.

UN (1966) *Hand book of Training in Public Service.* New York : UN Department of Economic and social Affairs.

UNDP (1993) Human Development Report 1993. London : Oxford University Press.

UNDP (1994) *Human Development Report 1994.* Delhi : Oxford University Press.

Unnyan Podokkep (200) April-June 2000 Vol. 5, No 2. Dhaka : Steps towards development.

Verma. M. M. (1989) *Human Resources Development strategic Approaches and Experiences.* Jaipur : Arrant Publishers.